গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
১ম ১২তলা সরকারি অফিস ভবন (১১তলা)
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
(web: www.bkkb.gov.bd)

নম্বর ০৫.৮১.০০০০.০০৭.২৯.১৩৪.২২.৩৯৫ তারিখ: ১২/১২/২০২২

বিষয়: **বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২৪ নভেম্বর, ২০২২ অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত ও সুপারিশ।**

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের কার্যক্রম পর্যালোচনা ও ভবিষ্যৎ রূপরেখা প্রণয়ন বিষয়ে বিভাগীয় পর্যায়ে চট্টগ্রাম বিভাগে ০১/১১/২০২২ তারিখে, রাজশাহী বিভাগে ০৭/১১/২০২২ তারিখে কর্মশালা এবং অন্যান্য বিভাগীয় শহরে বিভাগীয় কমিশনারবৃন্দের সভাপতিত্বে সংশ্লিষ্টদের নিয়ে মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২৪ নভেম্বর, ২০২২ বিয়াম ফাউন্ডেশনে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব ফরহাদ হোসেন এমপি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সিনিয়র সচিব/সচিবগণ, অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা প্রধানগণ, সার্ভিস/এসোসিয়েশনের সদস্যগণ এবং বিভিন্ন পর্যায়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন (উপস্থিতি তালিকা সংযুক্ত)।

উক্ত কর্মশালায় কল্যাণ বোর্ডের কার্যক্রম পর্যালোচনা ও ভবিষ্যৎ রূপরেখা প্রণয়ন বিষয়ে কর্মকর্তাবৃন্দ মূল্যবান মতামত ও সুপারিশ প্রদান করেন। কেন্দ্রীয় ও বিভাগীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত কর্মশালা হতে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রাপ্ত সুপারিশগুলো সমন্বিত করে অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের জন্য এ সাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

সচিবালয় ও কল্যান অধিশাখা
ডায়েরি নং
তারিখঃ
সচিবালয় শাখা | কল্যাণ শাখা
পি, ও
স্বাক্ষর

১২/১২/২০২২
(মুঃ মোহসিন চৌধুরী)
মহাপরিচালক (সচিব)
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড
ফোন: +৮৮-০২-৪৯৩৪৯৩২৩
ই-মেইল: dg@bkkb.gov.bd

সিনিয়র সচিব
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অনুলিপি:

১. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
২. যুগ্মসচিব (সচিবালয় ও কল্যাণ)/যুগ্মসচিব (বাজেট), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
৩. প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)।

Programmer - E:\BKKB Workshop\For_workshop_opinion_mopa.doc

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের কার্যক্রম পর্যালোচনা ও ভবিষ্যৎ রূপরেখা নির্ধারণ বিষয়ে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রাপ্ত সুপারিশ:

স্বল্প মেয়াদী সুপারিশ/ প্রস্তাবনা

১.	**বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামো** পুনর্গঠন করে একটি "বিভাগ (Division)" সমপর্যায়ের সাংগঠনিক কাঠামো প্রদান
২.	**কল্যাণ তহবিলের চাঁদা** বৃদ্ধি, মাসিক মূল বেতন হতে ১% হারে কর্তন, যেখানে সর্বোচ্চ সিলিং থাকবেনা।
৩.	**যৌথবীমার প্রিমিয়াম:** ১. যৌথবীমার প্রিমিয়াম বাবদ কর্মকর্তাদের মাসিক মূল বেতন হতে ০.৭০% হারে কর্তন, যেখানে সর্বোচ্চ সিলিং থাকবেনা; ২. ১৩-২০ গ্রেডের সকল কর্মচারীর যৌথবীমার প্রিমিয়ামের অর্থ (মাসিক মূল বেতন হতে ০.৭০% হারে) সরকারের রাজস্বখাত হতে কল্যাণ বোর্ডকে প্রদান।
৪.	**যৌথবীমা অনুদান** ১. কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে যৌথবীমার এককালীন অনুদান প্রদান; ২. যৌথবীমার এককালীন অনুদান ২ লাখ এর স্থলে ৪ লাখ টাকায় উন্নীতকরণ।
৫.	**শিক্ষাবৃত্তি:** ১. ১৩-২০ গ্রেডের কর্মচারীর সন্তানদেরকে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান; ২. সকল গ্রেডের কর্মকর্তা/কর্মচারীর সন্তানদেরকে মেধাবৃত্তি প্রদান;
৬.	**কল্যাণ অনুদান** ১. কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তাঁর পরিবার সর্বোচ্চ ১৫ বছর মাসিক কল্যাণ অনুদান প্রদান; ২. অক্ষমতাজনিত অবসরের ক্ষেত্রে কর্মকর্তা/কর্মচারী সর্বোচ্চ ১৫ বছর মাসিক কল্যাণ অনুদান প্রদান; ৩. কর্মচারীর যে সকল সন্তান নিউরোলজিক্যাল ডিজঅর্ডার, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী তাদেরকে আজীবন কল্যাণ ভাতা প্রদান।
৭.	কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে ফিজিওথেরাপি প্রদানের জন্য ঢাকায় এবং বিভাগীয় শহরে ফিজিওথেরাপি সেন্টার স্থাপন।
৮.	**পরিবহণ সেবা:** ১. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চাহিদা অনুযায়ী সেবা প্রদানের জন্য পরিবহণ অবকাঠামো সম্প্রসারণ; ২. মাতৃত্বকালীন ছুটিতে থাকাকালীন নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ক্ষেত্রে পরিবহণ ভাড়া অবলোপন; ৩. ই-টিকেট সফটওয়্যার প্রণয়ন।
৯.	সাধারণ চিকিৎসা অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করে বছরে ৪০ হাজারের স্থলে ১ লাখ টাকা নির্ধারণ।
১০.	দাফন অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করে - কর্মচারীর মৃত্যুতে ৫০,০০০/- টাকা এবং পরিবারের সদস্যদের মৃত্যুতে ২৫,০০০/- টাকা নির্ধারণ।
১১.	বোর্ডের সকল সেবা সহজীকরণ এবং অটোমেশনের আওতাভুক্তকরণ।

১২.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে কর্মকর্তা/কর্মচারীর পরিবারের ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে সকলের জন্য উন্মুক্তকরণ।
১৩.	বোর্ডের কেন্দ্রীয় ও বিভাগীয় কার্যালয়ে Call Centre চালু।
১৪.	জেলা উন্নয়ন সমন্বয় সভায় কল্যাণ বোর্ডের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্তকরণ এবং বিভাগীয় সমন্বয় সভায় কল্যাণ বোর্ডের পরিচালককে অন্তর্ভুক্তকরণ।
১৫.	দেশি-বিদেশী উৎস হতে অনুদান সংগ্রহের জন্য যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ
১৬.	সরকারি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর প্রশিক্ষণ কারিকুলামে কল্যাণ বোর্ডের কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা
১৭.	বোর্ডের সকল ই-সেবার ক্ষেত্রে 'Single Sign-On (SSO)' System বাস্তবায়ন
১৮.	প্রাথমিক পর্যায়ে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে সরকারি কর্মচারী কল্যাণ ডেস্ক স্থাপন
১৯.	প্রাধিকারপ্রাপ্ত পিআরএল ভোগরত কর্মকর্তাগণের জন্য বিমানবন্দরে ভিআইপি লাউঞ্জ ব্যবহারের বিষয়ে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ
২০.	প্রাধিকারপ্রাপ্ত পিআরএল ভোগরত/অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের অনুকুলে সার্কিট হাউজের কক্ষ বরাদ্দের বিষয়ে জেলা প্রশাসনের সাথে পত্র যোগাযোগ
২১.	সরকারি কর্মচারীদের অসুস্থতার সময় চিকিৎসা সেবা গ্রহণে/জরুরী কোন কাজে তাদের সাহায্য করার জন্য Care giver pool/ Attendent pool তৈরি।
২২.	বোর্ডের ওয়েবসাইটে বিভিন্ন দপ্তরে নিয়োগের জন্য প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি ও তথ্যসম্বলিত Job Corner তৈরি।
২৩.	বোর্ডের সেবাধর্মী কার্মকান্ড সম্প্রসারনের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ও বিভাগ/জেলা পর্যায়ে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ কর্তৃক গঠিত অবসর সমিতির সাথে কার্যকর সম্পর্ক স্থাপন
২৪.	কল্যাণ বোর্ডের ওয়েবসাইটের বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্ণার তৈরি করে যথাযথ কর্তৃপক্ষ হতে তালিকা সংগ্রহপূর্বক বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে যাঁরা সরকারি চাকরিজীবী তাদেঁর তালিকা আপলোড
২৫.	মৃত্যুবরণকারী সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় কল্যাণ বোর্ডের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন

মধ্যমেয়াদী সুপারিশ/ প্রস্তাবনা:

১.	সকল সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের তথ্যসম্বলিত ডাটাবেইজ তৈরি।
২.	বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বোর্ড পুনর্গঠন।
৩.	**জটিল ও ব্যয়বহুল চিকিৎসা অনুদান:** ১. কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা অনুদান প্রদান এবং অনুদান বৃদ্ধি করে ২ লাখ হতে ৪ লাখ টাকায় উন্নীতকরণ; ২. জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পরিবারের সদস্যদের অন্তর্ভুক্তকরণ; ৩. জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের তালিকায় থ্যালাসেমিয়া ও অগ্নিদগ্ধ রোগ অন্তর্ভুক্তকরণ।
৪.	কেন্দ্রীয় পর্যায়ে একটি ও বিভাগীয় পর্যায়ে একটি করে অত্যাধুনিক **সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা।**
৫.	চাকরিজীবী কর্মচারীদের সন্তানদের পরিচর্যার জন্য বিভাগীয় পর্যায়ে একটি ডে কেয়ার সেন্টার চালুকরণ।
৬.	১. কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের স্বল্প ব্যয়ে বিনোদনের পাশাপাশি আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম হিসেবে কক্সবাজার ও বান্দরবান জেলাসহ দেশের পর্যটন এলাকাসমূহে আধুনিক রিসোর্ট/রেস্টহাউজ স্থাপন; ২. গুরুত্বপূর্ণ জেলায় বিনোদন কেন্দ্রগুলোর সাথে PPP এর মাধ্যমে Multipurpose Recreation Centre চালু করে স্বল্প খরচে বিনোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ।
৭.	জেলা পর্যায়ে মহিলা কর্মচারী ও সরকারি কর্মচারীর পরিবারের সদস্যদের হস্তশিল্প বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন।
৮.	সকল দপ্তরের তথ্য বাতায়নে "কল্যাণ বোর্ডের সেবাসমূহ" নামে একটি সেবাবক্স যুক্তকরণ/ সেবাসমূহের লিংক প্রদান।
৯.	সরকারি কর্মচারীদের তাৎক্ষণিক চিকিৎসা সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে একটি আধুনিক সুবিধা সম্বলিত এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস চালুকরণ।
১০.	বোর্ডের কল্যাণধর্মী কার্যক্রমের সাথে অবসরপ্রাপ্ত প্রশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পৃক্তকরণ।
১১.	প্রত্যেক জেলায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে একজন ডাক্তার ও প্যারামেডিক্সের সমন্বয়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র (ডিসপেনসারি) চালু করণ।
১২.	বোর্ডের বিদ্যমান মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টার এর পরিবর্তে আধুনিক বহুতল কল্যাণ ভবন নির্মাণ।

• কমিউনিটি সেন্টার	• কনফারেন্স সেন্টার	• ডরমিটরী/রেষ্টহাউজ	• সুপার শপ
• প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	• সুইমিং পুল	• ফুড জোন	• ফিজিক্যাল ফিটনেস সেন্টার
• কীডস স্পোর্টস জোন	• সিনেপ্লেক্স	• শপিং সেন্টার	• বিউটি পার্লার ও সেলুন

দীর্ঘমেয়াদী সুপারিশ/ প্রস্তাবনা:

১.	বোর্ডকে আয়বর্ধক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলার জন্য অন্যান্য সংস্থার অনুরুপ কর্মচারী **কল্যাণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা** করা। • সকল সরকারি কর্মচারীর বেতন-ভাতা উক্ত ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ। • সরকারি কর্মচারীদের স্বল্প মুনাফায় ঋণ প্রদান ব্যবস্থা গ্রহণ। • বোর্ডের সকল অর্থ উক্ত ব্যাংকে জমাপূর্বক সেবাপ্রার্থীর অনুকুলে অনুদান প্রদান। • ১৩-২০ গ্রেডের সরকারি কর্মচারীদের সন্তানের চাকরির উদ্দেশ্যে বিদেশ যাওয়ার ব্যয় বাবদ সুদমুক্ত ঋণ ব্যবস্থা করা।
২.	**বীমা চালুকরণ** ১. বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড একটি নিজস্ব বীমা প্রতিষ্ঠান গঠনের মাধ্যমে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে স্বাস্থ্যবীমা ও জীবন বীমার সুবিধা প্রদান ২. প্রত্যেক বিভাগ ও প্রান্তিক পর্যায়ে যৌথবীমার ক্ষেত্রে জীবনবীমা কর্পোরেশনের সাথে চুক্তিবদ্ধ গোষ্ঠীবীমা চালুকরণ
৩.	সরকারি কর্মচারীদের **বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য** একটি **আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ ও পুর্ণবাসন কেন্দ্র স্থাপন**
৪.	প্রতিটি বিভাগে **প্রবীন নিবাস প্রতিষ্ঠা** করা।
৫.	বিভাগীয় পর্যায়ে উন্নতমানের আবাসিক **শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল এবং কলেজ) প্রতিষ্ঠা করা।**
৬.	১. বিভাগ/জেলা পর্যায়ে কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের আবাসনের ব্যবস্থা করা ২. কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের জন্য বিভাগীয় পর্যায়ে রেস্টহাউজ কাম ডরমেটরি নির্মাণ

বোর্ডের চ্যালেঞ্জসমূহ:

- কল্যাণ বোর্ডের কার্যক্রম সম্পর্কে ব্যাপকভাবে অবহিত না থাকায় কর্মচারীদের মধ্যে মালিকানাবোধ (Ownership) সৃষ্টি হয়নি;
- বোর্ডের কার্যক্রমের ব্যাপকতা ও পরিধি বৃদ্ধিতে বোর্ড পুনর্গঠন;
- প্রজাতন্ত্রের সকল কর্মচারীদের ডাটাবেজ না থাকায় ইউনিক আইডি সমস্যা এবং পরিবারের তথ্য ঘাটতি;
- সরকারি কর্মচারীর ন্যায় তালিকাভুক্ত স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মচারীর তথ্য ibas++ এ না থাকায় তাঁদের সঠিকতা যাচাই করার কোন সুযোগ নেই;
- একইভাবে কর্মচারীর পরিবারের সদস্যদের তথ্য ibas++ এ না থাকায় তাঁদের ভেরিফাই করার কোন সুযোগ নেই;
- কল্যাণ/সেবামূলক কার্যক্রম সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বাজেট অপ্রতুল;
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে দক্ষ ও কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন এবং প্রশিক্ষিত জনবলের অভাব;
- প্রকল্প বাস্তবায়ন তথা কল্যাণমূলক কার্যক্রম সম্প্রসারণে জনবল কাঠামো ও সাংগঠনিক কাঠামো যুগোপযোগীকরণ;
- মিথ্যা, জাল (Fake document) ডকুমেন্ট/সনদ যাচাই-বাছাইকরণ;
- কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের আইন, বিধি, প্রবিধি, জনবল কাঠামো সংশোধন, সংযোজন ও পরিবর্ধনের মাধ্যমে যুগোপযোগীকরণ।

বোর্ডের গৃহীতব্য প্রকল্প:

১. বোর্ডের নিজস্ব জমিতে ১২তলা ভবন নির্মাণ:
ঢাকার দিলকুশায় বোর্ডের নিজস্ব ভূমিতে ১২তলা বিশিষ্ট ২টি ভবন নির্মাণের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত নকশা চূড়ান্তকরণ চলমান।

জমির তথ্যাদি :

- মোট জমির পরিমাণ : ৪ বিঘা ৫ কাঠা ৬ ছটাক (১৪০.৮৫ শতাংশ / ৮৫ কাঠা)
- মালিকানা গ্রহণ : ১১ আগস্ট, ১৯৭৫
- বায়তুল মোকাররম মসজিদের মুসল্লিদের যাতায়াতের জন্য বোর্ডের মালিকানা বজায় রেখে ৭.১৩ কাঠা জমি রাস্তা হিসেবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা হয়;
- বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থার নিকট ৩.২৮ কাঠা জমি বিক্রয় করা হয়;

২. চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে বোর্ডের ২০তলা ভবন নির্মাণ:
চট্টগ্রাম এর আগ্রাবাদে বোর্ডের ৯৭ শতাংশ ভূমিতে ২০তলা বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে ডিপিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন।

৩. মতিঝিলস্থ মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টারের স্থলে বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ:
মতিঝিলে বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন পুরাতন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টারের স্থানে ২৪ কাঠা ভূমিতে ২টি বেইজমেন্টসহ ১০তলা ভবন নির্মাণের বিষয়ে স্থাপত্য অধিদপ্তর হতে ১টি নকশা প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত ভবনে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কমিউনিটি সেন্টার, কনফারেন্স কাম মাল্টিপারপাস কক্ষসহ বাণিজ্যিক স্পেস থাকবে।

৪. বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের বিভাগীয় কার্যালয়, খুলনায় কল্যাণ ভবন নির্মাণ:
বোর্ডের খুলনাস্থ কমিউনিটি সেন্টারটি দীর্ঘদিনের পুরাতন ভবনের স্থানে ৯৪ শতাংশ ভূমিতে ১০তলা বিশিষ্ট ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে বোর্ড সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ইতোমধ্যে স্থাপত্য নকশা প্রণয়ন করা হয়েছে।

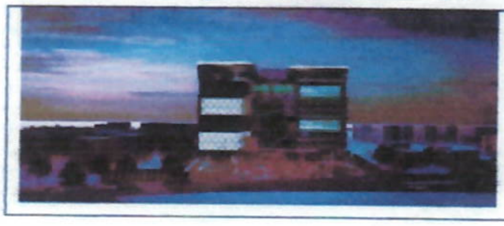

৫. সরকারি কর্মচারীদের বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন (প্রতিবন্ধী) শিশুদের পুর্ণবাসন কেন্দ্র নির্মাণ:
সরকারি কর্মচারীদের বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন (প্রতিবন্ধী) শিশুদের পুর্ণবাসন কেন্দ্র **নির্মাণের** লক্ষ্যে গাজীপুর সদর উপজেলাধীন পানিসাইল মৌজার ৩.৭০২৫ একর সরকারি খাস জমি বোর্ড এর অনুকূলে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে।

৬. পটুয়াখালী জেলার কুয়াকাটায় রেস্টহাউস কাম রিসোর্ট নির্মাণের জন্য ভূমি বরাদ্দের ব্যবস্থা:
জেলা প্রশাসক পটুয়াখালী কর্তৃক কুয়াকাটায় সমুদ্র তীরবর্তী সরকারি ০.৬৯ একর ভূমি বরাদ্দের প্রস্তাব ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

৭. বান্দরবান জেলা শহরে কল্যাণ বোর্ডের ০১ (এক) একর জমিতে রেস্টহাউস কাম রিসোর্ট নির্মাণ:
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মালিকানাধীন বান্দরবান জেলার সদর উপজেলাধীন বান্দরবান মৌজায় ০১.০০ একর ভূমিতে পর্যটন কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।